63

তারিখ ... 09 FEB 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ?

দৈনিক বাংলা

মার্কশীট পাওয়া যায়নি ঃ ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষা অনিশ্চিত

জাহেদ চৌধুরী ঃ মার্কশীট না পাওয়ার জন্য প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সম্প্রতি আলীম পরীক্ষায় (উচ্চ মাধ্যমিক সমতুল্য) উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা এই অনিশ্চয়তায় পড়েছে।

গত ২১ জানুয়ারী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন আলীম পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। মঙ্গলবার মাদ্রাসা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তাদের কয়েকজন কর্মচারীকে দুর্নীতির অভিযোগে সাসপেন্ড করায় মার্কশীট সরবরাহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। কবে নাগাদ তারা মার্কশীট সরবরাহ করতে পারবেন তা এখন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

দেশের প্রায় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ মাসেই আবেদনপত্র গ্রহণ সম্পন্ন হবে। বিশেষ করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। মাদ্রাসা থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীরা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের আশা বিশেষভাবে পোষণ করেন। কিন্তু চলতি শিক্ষাবছরে মাদ্রাসা ছাত্ররা ইসলামী

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

মার্কশীট পাওয়া যায়নি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতে চলেছেন। আর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কিছু বিষয়ে মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী ছাড়া অন্য কারো যেখানে ভর্তির সুযোগ নেই, সেখানে কোন বিবেচনায় তারা সংশ্লিষ্ট ছাত্ররা আবেদন করতে পারবে কিনা, সেটা নিশ্চিত না হয়েই ভর্তির আবেদনপত্র নির্ধারণ করেছেন তা বোধগম্য নয়।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়নের ফলে এখন মেডিক্যাল কলেজ এবং বিভিন্ন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়েও অধিকাংশ বিষয়ে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ রয়েছে। সেখানে বোর্ড থেকে মাদ্রাসায় মার্কশীট সরবরাহ কিংবা বোর্ড থেকে তোলার কোন ব্যবস্থা না করায় ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন এভাবে অনিশ্চতায় পড়েছে।

সিলেটস্থ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ (বৃহস্পতিবার) আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও হয়ত আবেদনপত্র গ্রহণ শুরু হয়েছে অথবা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড যদি জরুরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তবে এতো বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়ানো ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকবে না।